দাবী মৌলিক উন্নয়স সংস্থা
চকরামপুর, কাঁঠালতলী, নওগাঁ।

মাসিক প্রকল্প প্রতিবদেন

মাসের নামঃ অক্টোবর, ২০২০

ভূমিকাঃ দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৬ সাল থেকে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে দেশী ও বিদেশী দাতা সংস্থার সাথে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট লোন, উচ্চ মূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প, কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং Sustainable Enterprise (এসইপি) প্রকল্প ।প্রকল্পগুলি দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন কর্ম এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. **" বিদ্যুত চালিত তাঁত কলে তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি(PACE)" প্রকল্প**

কর্ম এলাকাঃ নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার ৫ টি উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ের ১৬ টি গ্রাম

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	তিলকপুর	মোহনপুর, স্বরস্বতীপুর
বগুড়া	দুপচাঁচিয়া	গোবিন্দপুর	ফুটানিগঞ্জ, নুরপুর ও চান্দাইল
বগুড়া	দুপচাঁচিয়া	তালোড়া	ডাকাহার
বগুড়া	আদমদীঘি	আদমদীঘি	মুরাদপুর
নওগাঁ	নওগাঁ	চন্ডিপুর	চন্ডিপুর, ইলশাবাড়ী
নওগাঁ	রানীনগর	রানীনগর	খট্টেশ্বর, রনসিংহা, লৌহাপুরা, সরকাটিয়া
নওগাঁ	রানীনগর	কাশিমপুর	চকাদিন, চককুতুব, চকমুনু
মোট ৩টি জেলা, ৫টি উপজেলা, ৭টি ইউনিয়নের ১৬টি গ্রাম			

প্রকল্প মেয়াদঃ ০৩-০৫-২০১৭ ইং হতে ০২-১১-২০২০ ইং (৩ বছর ৬ মাস)

সহযোগীতায়ঃ ইফাদ এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

অক্টোবর,২০২০ মাসের প্রকল্পের অগ্রগতি

তারকিস তোয়ালা তৈরি প্রশিক্ষণঃ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় তাঁতীদের দক্ষতা উন্নয়নে আধুনিক মানের তারকিস তোয়ালা তৈরিতে ১০ জনের ২ টি ব্যাচে মোট ২০ জনকে ২ দিন ব্যাপি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে কিভাবে তারকিস তোয়ালা তৈরি করতে হবে তা টাংগাইল হতে আগত প্রশিক্ষক অংশগ্রহনকারীদের শিখিয়েদেন।

চিত্রঃ হাতে কলমে তারকিস তোয়ালা তৈরির প্রশিক্ষণের খন্ড চিত্র

পাওয়ার লুম প্রমোশনে স্থানীয় মেকানিক্সদের উৎসাহ ভাতা প্রদানঃ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হস্তচালিত পাওয়ার লুমের পরিবর্তে বিদ্যুৎচালিত পাওয়ার লুমের যান্ত্রিকীকরণে স্থানীয় তাঁতীদের উদ্বুদ্ধকরণে প্রতিনিয়ত স্থানীয় মেকানিক্সগন তাঁতীদের উৎসাহ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় মেকানিক্সদের সহায়তায় প্রকল্প এলাকায় ১০ টি পাওয়ার লুম স্থাপিত হয়েছে।

চিত্রঃ স্থানীয় মেকানিক্সের সহায়তায় পাওয়ার লুম স্থাপনের কাজ চলছে

প্রদর্শনের জন্য পাওয়ার লুম স্থাপনঃ পাওয়ার লুম প্রমোশন ও উন্নত ব্যবস্থাপনা চর্চার উন্নয়নে প্রদর্শনের জন্য ২ টি ১১০ ইঞ্চি ফোরপেটি পাওয়ার লুম স্থাপন করা হয়েছে। এই স্থাপিত মেসিনের মাধ্যমে বৈচিত্রময় বেডসিট তৈরি এবং তা বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

চিত্রঃ প্রদর্শনের জন্য ১১০ ইঞ্চি ফোরপেটি পাওয়ার লুম স্থাপন

ডকুমেন্টেশন তৈরিঃ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের লার্নিং ডকুমেন্টস, বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং পরিবেশবান্ধব কাজের পাবলিকেশন তৈরি করা হয়।

২. সমৃদ্ধি কর্মসূচি

কর্ম এলাকাঃ নওগাঁ জেলার বিলাশবাড়ী ইউনিয়নের ২৫ টি গ্রাম
কর্মসূচির মেয়াদঃ ০১-০১-২০১৮ ইং হতে চলমান
খানার সংখ্যাঃ ৭৫০৯ মোট জনসংখ্যাঃ ২৬৮২৮
সহযোগীতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

অক্টোবর,২০২০ মাসের কর্মসূচির অগ্রগতি

শিক্ষা কার্যক্রমঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিলাশবাড়ী ইউনিয়নের ২৫ টি গ্রামে ৩৩ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৩ জন শিক্ষক শিশু শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় ৬৭৮ জন শিক্ষার্থীদের চক্রাকারে (৫ জনের দল) বৈকালিক পাঠদান কর্মসূচি চলমান রেখেছে। এছাড়াও নিয়মিতভাবে অভিভাবকদের সহিত সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে অভিভাবক সভা, শিশুদের হোম ভিজিট, শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন ইত্যাদি চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিতভাবে ২ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ১৪ জন স্বাস্থ্যসেবীকার মাধ্যমে ইউনিয়নের সকল খানাতে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবীকাগন তাদের আওতাভূক্ত খানাগুলোর খানা পরিদর্শন, গর্ভবতী নারীদের চেকআপ ও তাদের ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ফলিক এসিড ঔষধ প্রদান করছে এবং সাপ্তাহিক উঠান বৈঠক চলমান রয়েছে। শিশুদের জন্য পুষ্টিকনা এবং পরিবারের সকল সদস্যদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। চাহিদা অনুযায়ী খানা সদস্যদের রক্তচাপ, ডায়াবেটিকস ইত্যাদি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। প্রাত্যহিক বৈকালিক (দুপুর ২ টা হতে ৫ টা) স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। চলতি মাসে ৩৩ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩৩২ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে, পুষ্টিকনা ৩০০ টি, আয়রন ফলিক এসিড ১৭০৩, ক্যালসিয়াম ১৬৫৫ এবং কৃমিনাশক ৬৪৮ টি বিতরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও সতর্কতা রক্ষায় অন্যান্য কার্যক্রম যেমন ভার্মি প্ল্যান্ট স্থাপনে সহযোগিতা, সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি, যুব কার্যক্রম পরিচলনা, উপযুক্ত আইজিএ ঋণী সদস্য যাচাই ইত্যাদি সীমিত আকারে বাস্তবায়নের পাশাপাশি পূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলোআপ অব্যাহত রয়েছে।

৩.প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

কর্ম এলাকাঃ নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার তিলকপুর এবয় বদলগাছী উপজেলার বিলাশবাড়ী ইউনিয়ন
কর্মসূচির মেয়াদঃ তিলকপুর ইউনিয়নে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ইং হতে এবং বিলাশবাড়ী ইউনিয়নে জানুয়ারী, ২০১৮ হতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে

সহযোগীতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

অক্টোবর,২০২০ মাসের কর্মসূচির অগ্রগতি

পরিপোষক ভাতা প্রদানঃ কোভিড ১৯ এর সংবেদনশীল হোস্ট হচ্ছে ছোট শিশু এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠি। তাই কোভিড ১৯ এর প্রভাবে মাঠ পর্যায়ের বেশীরভাগ প্রকল্প কার্যক্রম দাতা সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক বন্ধ রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় দুটি ইউনিয়নে বর্তমানে পরিপোষক ভাতা, মৃতের সৎকার, প্রবীণদের খোঁজ-খবর রাখা, সামাজিক কেন্দ্রে সামাজিক দুরত্ব বজায় নিশ্চিত করে প্রবীণদের রিফ্রেসমেন্ট ইত্যাদি চলমান রয়েছে। মোট ২ টি ইউনিয়নে ১৯৩ জনের মাঝে পরিপোষক ভাতা এবং ৮ জন মৃত প্রবীণের পরিবারে ২০০০ টাকা করে মোট ১৬০০০/-টাকা মৃতের সৎকার প্রদান করা হয়েছে।

৪.স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট লোন

কর্ম এলাকাঃ নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার উমার ও ধামুইরহাট সদর ইউনিয়ন
কর্মসূচির মেয়াদঃ ২০২০ ইং সাল হতে চলমান

সহযোগীতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

অক্টোবর,২০২০ মাসের কর্মসূচির অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্রদানঃ কর্মসূচিভূক্ত এলাকায় শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ এর গাইডলাইন অনুযায়ী ৪০ টি স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন তৈরিতে ৪০ জন সদস্যরে মাঝে ৬০০০০০/- টাকার নমনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কর্মএলাকায় মোট ১০৬ টি ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিত হয়েছে।

৭৮ ট ইট নির্মিত

২৮ টি রঙ্গিন টিন নির্মিত

৫. উচ্চ মূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

কর্ম এলাকাঃ নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার কোঁচকুড়ুলিয়া গ্রাম।
কর্মসূচির মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৯ ইং সাল হতে চলমান

সহযোগীতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

অক্টোবর,২০২০ মাসের কর্মসূচির অগ্রগতি

এ্যাভোকাডো চারা রোপণঃ উচ্চ মূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় সাপাহার উপজেলার কোঁচকুড়ুলিয়া গ্রামে সহযোগী সংস্থা এবং স্থানীয় ৫ জন কৃষকের অংশগ্রহনে ৩ একর বা ৯ বিঘা জমিতে উচ্চ মূল্যের ফল বাগান তৈরি যেমন এ্যাভোকাডো, সৌদি বারহি জাতের খেজুর, তাইওয়ানী জাতের আম এবং ব্রাজিলের রোবস্টা জাতের কফি চাষ অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় উক্ত বাগানে ৮০ টি এ্যাভোকাডো এবং ১০০ টি কফি চারা চলতি মাসে রোপণ করা হয়।

সৌদি বারহি জাতের খেজুর

ব্রাজিলের রোবস্টা জাতের কফি

তাইওয়ানী জাতের আম

এ্যাভোকাডো

৬. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিটের আওতায় কৃষি খাত

কর্ম এলাকাঃ নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার কীর্ত্তিপুরও উলিপুর শাখার আওতাধীন কর্মএলাকা।
কর্মসূচির মেয়াদঃ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং সাল হতে চলমান

সহযোগীতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

অক্টোবর,২০২০ মাসের কর্মসূচির অগ্রগতি

মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ট্রাইকো কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপনঃ মাটিতে অবস্থিত জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়। মাটিতে ৫% জৈব পদার্থ থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে তা ১ % এরও কম রয়েছে। তাই মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পারিবারিক পর্যায়ে ট্রাইকো কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ কৃষি ইউনিটের আওতায় চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কীর্ত্তিপুর শাখার অধীনে চলতি মাসে ৩ টি ট্রাইকো কম্পোস্ট প্ল্যান্টসহ মোট ৮ টি ট্রাইকো কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

পরিবারের পুষ্টি নিশ্চয়তায় বহুস্তরে সবজি ও ফলমূল উৎপাদনঃ বাংলাদেশে কৃষি জমির পরিমান প্রতিনয়ত হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে কৃষির উৎপাপদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বসতবাড়ির অনেক জায়গা সুষ্ঠু বা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার হয় না বললেই চলে। বসতবাড়ির আঙ্গিনায় যদি সুপরিকল্পিতভাবে ফলমুল ও সবজি চাষ করা হয়, তবে খাদ্য ও পুষ্টির অভাব অনেকাংশেই পূরণ করা সম্ভব। একটি প্রান্তিক বা ভূমিহীন পরিবার বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করে পরিবারের চাহিদা পুরণের পরও উদ্বৃত্ত অংশ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে পারে। এ কারণে ইউনিটভূক্ত এলাকায় ১১ জন সদস্যের মাঝে বহুস্তরে সবজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে ১১ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়।

কোকোডাস্ট ব্যবহার করে মানসম্পন্ন সবজি/ ফলের চারা উৎপাদনঃ ফসল উৎপাদনে গুনগতমানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের অপ্রতুলতা দেশের কৃষিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বাধাগ্রস্থ করছে। এছাড়া বন্যা, লবনাক্ততা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে যথাসময়ে মৌসুমভিত্তিক ফসলের চারা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না এবং ফলশ্রুতিতে কৃষকগণ আশানুরুপ ফলন পাচ্ছে না। কৃষি কার্যক্রম

বাস্তবায়নে কৃষকদের কৃষি পণ্য উৎপাদনে কারিগরি জ্ঞান ও গুনগতমাসের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হলে কৃষকরা অধিক ফলন পাবে ও আর্থিকভাবে লাভবান হবে। কৃষি ইউনিটভূক্ত সবজি প্রধান কর্মএলাকায় গুনগতমানসম্পন্ন সবজির চারা সহজপ্রাপ্য করার লক্ষ্যে " কোকোডাস্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রেতে গুনগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন মৌসুমী সবজির চারা উৎপাদন" প্রদর্শনী বাস্তবায়নে কর্মএলাকায় ১ টি নার্সারি স্থাপনের উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে। যার ফলে কর্মএলাকায় গুনগতমানসম্পন্ন সবজির চারা উৎপাদন নিশ্চিত হবে।

৭. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিটের আওতায় মৎস্য খাত

কর্ম এলাকাঃ নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার কীর্ত্তিপুরও উলিপুর শাখার আওতাধীন কর্মএলাকা।
কর্মসূচির মেয়াদঃ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং সাল হতে চলমান

সহযোগীতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

অক্টোবর,২০২০ মাসের কর্মসূচির অগ্রগতি

কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষঃ মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্বেও অধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ভুব কম হচ্ছে। তাছাড়া একক পুকুরের সর্বোচ্চ ব্যবহার না করার কারণে মাছ উৎপাদন অনেক কম হচ্ছে। মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধি এবং মাছের উৎপাদন বাড়াতে

আধুনিক পদ্ধতিতে কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রদর্শনী দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কীর্ত্তিপুর শাখার অধীনে ৩ টি কার্প-মলা-তেলাপিয়া মাছের মিশ্র চাষ প্রদর্শনী করা হয়েছে।

ফিশিং গিয়ার তৈরীতে উদ্যোক্তা সৃষ্টিঃ মাছ ধরা, সংগ্রহ এবং আহরণে ব্যবহারের জন্য যে সকল সরঞ্জাম, হাতিয়ার বা যন্ত্রকৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে ফিশিং গিয়ার বলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকে হাত দিয়েও মাছ ধরে। শীতকালে গ্রামাঞ্চলে মৌসুমি জলাশয় বা বিলে নানা সরঞ্জাম দিয়ে বা সরঞ্জাম ছাড়া প্রায়শ একত্রে লোকদের মাছ ধরা একটি সুপরিচিত দৃশ্য। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন রকম ফিশিং গিয়ার ব্যবহার করে মাছ চাষীরা পুকুর, খাল, বিল ও অন্যান্য

জলাশয় থেকে মাছ আহরণ করে থাকে। ফিশিং গিয়ার তৈরিতে উদ্যোক্তা তৈরিতে মৎস্য ইউনিটের আওতায় ৩ জন উদ্যোক্তা উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব উদ্যোক্তাকে জাল তৈরির সকল সরঞ্জাম যেমন চিকন সুতা, মোটা সুতা, জালের রশি, কাটি, কট সুতা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে।

কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণঃ সাধারণত বড় আকারের পোনা কম ঘনত্বে মজুদ, সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করে চাষ করে স্বল্প সময়ে ৩-৪ কেজি আকারের মাছ উৎপাদন করাকে কার্প ফ্যাটেনিং বলে। বাজারে বড় মাছের চাহিদা ও বাজার মূল্য অধিক হওয়ার কারণে চাষী পর্যায়ে এর গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাজশাহী অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় কার্প ফ্যাটেনিং ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। কার্প ফ্যাটেনিং জনপ্রিয় করতে কীর্ত্তিপুর শাখার আওতাধীন এলাকায় কিছু মৎস্য খামারীকে উদ্বুদ্ধ করে কার্প ফ্যাটেনিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি মাসে ৩ জন মৎস্য চাষীকে কার্প ফ্যাটেনিংএর অনুদান ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮.Sustainable Enterprise (এসইপি) প্রকল্প

কর্ম এলাকাঃ নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার কোঁচকুড়ুলিয়া গ্রাম।
কর্মসূচির মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৯ ইং সাল হতে চলমান

সহযোগীতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

অক্টোবর,২০২০ মাসের কর্মসূচির অগ্রগতি

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ সাসটেইনএবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের আওতায় দাবী প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে ২ দিনব্যাপী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের শুরুতেই সংস্থার নির্বাহী প্রধান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সংস্থার পরিচিতি ও প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন পরিচালক (কার্যক্রম) মহোদয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রকল্প এলাকার ২৫ জন উদ্যোমী সদস্য অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট-ট্যাক্স, পরিবেশ দূষণ, ব্যবসার মূলধন, ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাব, পরিবেশসম্মতভাবে তাঁত পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে ফ্যাসিলিটেশন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার হিসাব বিভাগের সমন্বয়কারী এবং এনভাইরনমেন্ট অফিসার।

স্টাফ ওয়ার্কশপঃ সাসটেইনএবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের আওতায় দাবী প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে দিনব্যাপী স্টাফ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের শুরুতেই সংস্থার নির্বাহী প্রধান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সংস্থার পরিচিতি ও ওয়ার্কশপের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মহোদয়। উক্ত ওয়ার্কশপে প্রকল্প কর্ম এলাকায় অবস্থিত শাখাসমূহের ৪৪ জন স্টাফ অংশগ্রহন করেন। ওয়ার্কশপে উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট-ট্যাক্স, পরিবেশ দূষণ, ব্যবসার মূলধন, ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাব, পরিবেশসম্মতভাবে তাঁত পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থার স্টাফদের অবগত করা হয়।

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরঃ ২৪ জন অংশগ্রহনকারীদের নিয়ে একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হয়।